ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 24 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৮০ ● কলকাতা ● ১৯ আষাঢ়, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ০৪ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ঘানার জাতীয় সম্মান গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৩ জুলাই, ২০২৫ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর অসাধারণ শাসন ক্ষমতা ও প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক নেতৃত্বদানের জন্য ঘানার রাষ্ট্রপতি জান ড্রামানি মহামা আজ তাঁকে ঘানার জাতীয় সম্মান অফিসার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ ঘানায় সম্মানিত করেছেন। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী তা দেশের যুবসম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নানা বৈচিত্র্য ও ঘানা ও ভারতের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, তার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এই বিশেষ সম্মানের জন্য ঘানার জনগণ ও সেদেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে যে পারস্পরিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং অংশীদারিত্ব রয়েছে, তা ভবিষ্যতেও আরও মজবুত হবে। তিনি বলেন, এই পুরস্কার দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন দায়িত্ব অর্পণ করবে। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, ঘানায় তাঁর এই ঐতিহাসিক সফর ভারত ও ঘানার মধ্যে সম্পর্ককে নতুন গতি প্রদান করবে ।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাবলারির ৫০০শত বছরের প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের বাৎসরিক পুজো ও মেলা

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতা কমিটির উদ্যোগে মহাসমারোহে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গনে আজকে ১৯শে আষার ৪ঠা জুলাই শুক্রবার মহা সমারহেঅনুষ্ঠিত হচ্ছে মা সিদ্ধেশ্বরীর বাৎসরিক পুজো ও মেলা। প্রতি বছরের মতো এই বছর ও উল্টো রথের আগের দিন এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এই স্থানটি ছিল প্রাচীন নবদ্বীপের অংশবিশেষ। বাবলারীতেই ছিল নিমাই এর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মী দেবীর পিতা বল্লভাচার্যের বাড়ি। তার নাম অনুসারেই এই গ্রামে -র নাম বাবলারী। বল্লভবাটিকা থেকে বাভবাড়ী, আবার বাভবাড়ী থেকে বাবলারী নামটির উৎপত্তি। গৌরাঙ্গ পত্নী লক্ষ্মী প্রিয়ার পিতা বল্লভাচার্যের স্মৃতি বিজড়িত বাবলারীতে রয়েছে অতি প্রাচীন শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতা মন্দির। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক তান্ত্রিক এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে তন্ত্রসাধনায় নিমগ্ন হন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তখন থেকেই দেবী ব্রহ্মশিলায় অবস্থান করেন এবং সিদ্ধেশ্বরী মাতা রূপে পূজিতা হতে থাকেন। এই স্থানের পাশ দিয়ে সেই সময় কুলু কুলু নাদে বয়ে যেত ভাগীরথীর স্রোতধারা। এই স্রোতধারায় অবগাহন করে রক্তাম্বরধারী উক্ত সাধক পঞ্চ ম - কার সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সিদ্ধিলাভ করেন। সেই সময় এই স্থানটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। গভীর জঙ্গলে একটি বঁইচি গাছের নিচে ছিল ব্রহ্মশিলারূপী দেবী সিদ্ধেশ্বরীর অবস্থান।জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুরে যাওয়ার পথ। এই পথ দিয়েই বাবলারী গ্রামের অনেকেই পলতাতে (মরি গঙ্গা) স্নান করতে যেতেন, ফেরার পথে তাঁরা ব্রহ্মশিলায় তাদের যথাসাধ্য অর্ঘ্য নিবেদন করতেন। পরবর্তী কালে দেবী সিদ্ধেশ্বরীর ঈশী মহিমা উপলব্ধি করে বাবলারী গ্রামের কিছু ভক্ত মানুষ জনের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতা মন্দির। এর পরবর্তীতে শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতা কমিটির উদ্যোগে ১৯৯৪খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় মায়ের নতুন মন্দির। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ভক্তের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয় শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতা কমিটির উদ্যোগে ও জনসাধারণের অর্থানুকুল্যে এই স্থানে শ্রী শ্রী তুলসী দেবীর ও শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ দেবের মন্দির নির্মিত হয়েছে।

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দির পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন কর্তৃক পৌরাণিক মন্দির রূপে স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিবছর আষাঢ় নবমী তিথিতে অর্থাৎ উল্টো রথের আগের দিন শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতার বাৎসরিক পূজা হয়ে থাকে এবং এই উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসে। শিবচতুর্দশী তিথি উপলক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী হয় বিভিন্ন গান সহ মহোৎসব। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি পার্থ সারথি গুই, সম্পাদক বৃন্দাবন ঘোষ, অসিত দে, গৌতম নন্দী, কালিপদ রাহা বলেন এই বছর প্রথম এই সিদ্ধেশ্বরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।মন্দির নগরী নবদ্বীপে বাবলারীর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে একদিকে রয়েছেন মা সিদ্ধেশ্বরী অপরদিকে রয়েছেন বাবা সিদ্ধেশ্বর রয়েছেন মহাপ্রভু এবং তুলসী মায়ের বিগ্রহ ও রাধা মাধবের বিগ্রহ। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলের ভক্ত মানুষজনের প্রচেষ্টায় ও দেবীর মহিমায় শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতার মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।কাজেই এটা আমরা বলতেই পারি যে নবদ্বীপে এই মন্দিরটি একটি বৈষ্ণব এবং শাক্তর মিলনক্ষেত্রে। এই মন্দিরটি দর্শনের জন্য সকলের কাছে অনুরোধ করেছেন মন্দির কমিটি। মেলা কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পাড়া থেকে ফুল, ফলের ডালা সাজিয়ে, মানত করা ছাগল অথবা ভেড়া বাজনা সহকারে নিয়ে আসেন পুজো দেওয়ার জন্য। মায়ের স্থানে আগে বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। বর্তমানে কয়েক বছর বন্ধ রাখা হয়েছে। যারা বলির মানত করেন তারা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে বলি দেন অথবা ছাগল বা ভেড়াটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মন্দির কমিটি কোন দায়িত্বে থাকেন না তবে অন্যত্র স্থানে বলির ব্যবস্থা রাখা থাকে। মেলায় বিভিন্ন রকম দোকান পাট বসে। বহুদূরান্ত থেকে মানুষ আসেন এই মেলাতে। মেলাতে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সিসিটিভি নজরদারি রাখা হয়।

কৃষ্ণরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্লাস্টিক ব্যাগ বর্জন করুন সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলুন।

ফলতার এক পরিত্যক্ত সিনেমা হলে লাশ উদ্ধার: তৃণমূল কর্মী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডায়মণ্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত ফলতা থানার একটি পরিত্যক্ত সিনেমা হলের ব্যালকনি থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গত মঙ্গলবার পুলিশ বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে ফতেপুর শীতলা টকিজ থেকে বেশ কয়েকদিনের পচনশীল এই লাশ উদ্ধার করে।কে বা কারা কিভাবে কবে এই লাশ এখানে রেখে গেল তা নিয়ে পুলিশ যেমন ধন্দে পড়েছে তেমনি হতবাক সিনেমা হল সংলগ্ন স্থানীয় দোকানীরা। এই সিনেমা হলের নীচে একটা রেশন দোকান এবং মিষ্টি তৈরীর ভিয়েনা ঘর এবং আরো কিছু দোকান আছে তাদের সাফ জবাব—এব্যাপারে তারা বিন্দু বিসর্গ জানেন না। হলের

এরপর 4 পাতায়

নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ! বসিরহাটে সৎ বাবা গ্রেফতার

বেবি চক্রবর্ত্তী

নাবালিকা কন্যাকে লাগাতার ধর্ষণ। ২য় স্ত্রীর অভিযোগে গ্রেফতার সৎবাবা। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানা এলাকায়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, অভিযুক্তের নাম মিন্টু পারুই। বছরখানেক আগে তার ১ম স্ত্রী মিন্টুকে ছেড়ে চলে যান। পরে আইনি বিচ্ছেদ ও হয়। এরপরই বিবাহবিচ্ছিন্না এক মহিলাকে বিয়ে করে মিন্টু। ওই মহিলার আগের পক্ষের এককন্যা সন্তান রয়েছে। মেয়েকে নিয়েই ২য় স্বামীর সঙ্গে থাকছিলেন মহিলা। অভিযোগ, এরই ফাঁকে মিন্টু তার নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করে। এমনকি এই কথা কাউকে জানালে নাবালিকাকে প্রাণে মারার হুমকি ও দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। মিন্টুর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, একবার নয় একাধিকবার নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে সে। লাগাতার নির্যাতনের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে নাবালিকা। তারপর মা জিজ্ঞাসা করতেই সব বিষয় খুলে বলে সে। এরপরই মা নির্যাতিতা কন্যাসন্তানকে নিয়ে হাড়োয়া থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্ত সৎবাবাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। স্বামীর কঠোর শাস্তির আবেদন জানিয়েছেন নির্যাতিতার মা।

ভুয়ো ডিগ্রি বিতর্কে তৃণমূল চিকিৎসক নেতা শান্তনু সেন সাসপেন্ড, মেডিক্যাল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগ

বেবি চক্রবর্ত্তী

কলকাতা:- দিনের পর দিন ভুয়ো বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা করার অভিযোগে চাপে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের চিকিৎসক নেতা ডাঃ শান্তনু সেন। 'এফআরসিপি' (FRCP) নামক এক বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গ প্রমাণিত হয়েছে বলেই জানালেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায়। তাঁর দাবি, "ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমতি ছাড়াই এই ডিগ্রি ব্যবহার করা হচ্ছিল, যা আইনবিরুদ্ধ।"

অভিযোগ ওঠার পর শান্তনু সেন পাল্টা সুরে দাবি করেন, তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তলব করা হয়েছে। তাঁর কথায়, "কাউন্সিল প্রতিহিংসামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করছে। FRCP ডিগ্রি একটি সাম্মানিক স্বীকৃতি, যার জন্য রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়।"

তবে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে। শান্তনুর দাবি অনুযায়ী, তিনি রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ১০ হাজার টাকা জমা দিলেও এখনও সেই টাকা ফেরত পাননি। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টোয় তাঁকে মেডিক্যাল কাউন্সিলের শুনানিতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস মুখ খুলেছে দলের তরফ থেকেও। চিকিৎসক নেতা ও বিধায়ক নির্মল মাজি বলেন, "শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করা একদম ঠিক সিদ্ধান্ত। তাঁর আচরণ দলের আদর্শের পরিপন্থী। তিনি যাঁকে বারবার আক্রমণ করছেন, তিনি আমাদের দলের সকলের নেতা।"

এই মন্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট, দলীয় স্তরেও শান্তনুর অবস্থান এখন বেশ নাজুক। ভুয়ো ডিগ্রি বিতর্কে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ও রাজনৈতিক দু'দিক থেকেই চাপে তৃণমূলের এই প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ। এখন দেখার, মেডিক্যাল কাউন্সিলের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয় এবং শান্তনু সেন আদৌ নিজেকে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পারেন কি না।

স্কুলের আবাসিক থেকে ছাত্রের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার।

পার্থ ঝা,মালদা

বেসরকারি আবাসিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। বৃহস্পতিবার, সকাল নাগাদ চাঞ্চল্যর সৃস্টি হয় মালদার মানিকচকে। স্কুলের হস্টেল ঘর থেকে উদ্ধার হল ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনায় আত্মহত্যার দাবী স্কুল কর্তৃপক্ষের। যদিও আত্মহত্যার দাবী মানতে নারাজ মৃত ছাত্রের পরিবারবর্গ। জানা গেছে, মৃত স্কুল ছাত্রের নাম শ্রীকান্ত মন্ডল(১৩) ।পিতা প্রেম কুমার মন্ডল।বাড়ি মানিকচক ব্লকের ভূতনীর হীরানন্দপুর অঞ্চলের কেদারটোলায়।

শ্রীকান্ত মানিকচকের একটি বেসরকারি আবাসিক স্কুলে পড়াশোনা করত। বুধবার গভীর রাতে সেই স্কুলের হস্টেল ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যার দাবী করেন। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবী মানতে নারাজ মৃত ছাত্রের পরিবারবর্গ। তাদের অভিযোগ, শ্রীকান্ত আত্মহত্যা করেনি। সে স্কুল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে কিংবা অত্যাচারের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মারা গেছে। তাই তারা এই ঘটনার সঠিক তদন্ত দাবী করছেন পুলিশের কাছে। তবে সঠিক কী ঘটনা ঘটেছে? কী কারণে ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে? সে আত্মহত্যা করেছে নাকি অন্যকোন কারণে তার মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে মানিকচক থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন পুলিশ।

সম্পাদকীয়

বঙ্গ বিজেপি-র সভাপতি হয়েই হুঙ্কার শমীকের

রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই নির্বাচনী হুঙ্কার শমীক ভট্টাচার্যের গলায়। তাঁর দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয় ঘটছেই। পৃথিবীর কোনও শক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করতে পারবে না বলে ঘোষণা করলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে, বিজেপি ছাড়া অন্য উপায় নেই বলেও জানালেন।তবে যে সময় রাজ্য বিজেপি-র দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শমীক, দলের অন্দর থেকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা উঠে আসছে। এদিন সেই নিয়েও কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দেন শমীক। তিনি বলেন, "পুরনোরা মনে রাখবেন, নতুন মানুষ না এলে, দল বাড়বে না। সমাদের সব স্তরের মানুষকে প্রয়োজন। কুমোরটুলি থেকে মানুষ তৈরি করে তো আনতে পারব না! আর নতুনরাও মনে রাখবেন, পরাজয় নিশ্চিত, জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া নিশ্চিত জেনেও, যাঁরা এতদিন পতাকা ধরে রেখেছিলেন, তাঁদের জন্যই আজ এখানে। কোনও নতুন, পুরনো নেই, যাঁর হাতে পতাকা, তিনিই বিজেপি।" শমীকের দাবি, ২০১১ সালে সিপিএম-এর ব্রিগেড সভা দেখে তাদের পরাজয় আঁচ করা যায়নি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হারবেন বলে ভাবতে পারেননি কেউ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম-কে কিন্তু মানুষই উৎখাত করে দিয়েছেন। অমিত শাহ স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় ভোটকুশলী। দ্বিতীয়টি এখনও জন্মাননি। এখন যারা ২০০ পার বলে ডাক দিচ্ছে, এবার তা হবে না। তৃণমূলকে পরপারে পাঠিয়ে দেবে বিজেপি।বছর ঘুরলেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে সরকারি ভাবে বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শমীক। আর বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েই পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করার ডাক দিলেন তিনি। শমীক বলেন, "বাংলায় বিজেপিই পারে তৃণমূলকে হারাতে। বিজেপি তৃণমূলকে হারাবে, তৃণমূল হারতে চলেছে, তৃণমূলের বিসর্জন অবশ্যম্ভাবী।"

নির্বাচনী বিজেপি আদৌ তৃণমূলের মোকাবিলা করতে পারবেন কি না, সেই নিয়ে কম বিচার-বিশ্লেষণ চলছে না। মমতার বিকল্প মুখ বিজেপি তুলে ধরতে পারবে কি না, সেই প্রশ্নও তুলছেন কেউ কেউ। তবে শমীকের কথায়, "মমতার মুখ কোথায়? নতুন বিতর্ক। আরে যে মুখকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করছেন, যে মুখকে বিসর্জন দিতে চাইছেন, তার বিকল্প মুখের প্রয়োজনই নেই। তৃণমূল চলে যাচ্ছে, তৃণমূলের বিসর্জন হচ্ছে। বাংলার মানুষ মুক্তি চান, বাঁচতে চান, শিল্প চান, বাংলার মেধাকে বাইরে যেতে দিতে চান না, ঘরের ছেলেকে ঘরে রাখতে চান।"

তৃণমূল বাংলাকে বাজারে পরিণত করেছে, আলু-পটলের মতো মেধা, চাকরি বিক্রি হচ্ছে, শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আইটি শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন, ১৮ হাজার টাকার চাকরি করতে বেরোতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন শমীক। তিনি জানান, ইংরেজরা আসার আগে শিল্প উৎপাদন এবং বাণিজ্যে ভারতের অবদান ছিল ৪০ শতাংশ। ইংরেজ আমলে তা কমে ৩০ শতাংশ হয়। কিন্তু মমতা এমন বাংলা বানিয়েছেন, যাতে অবদান ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। মমতার ভ্রান্ত নীতির জন্যই আলুচাষিরা আত্মহত্যা করছেন, বামেরাও পাশে নেই বলে দাবি করেন শমীক। চাল উৎপাদনে বাংলা এক থেকে তিনে নেমে গিয়েছে বলেও জানান তিনি।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তয়োদশ পর্ব)

বিবাহ, যৌনজীবন সব কিছুই খুব জটিল সম্পর্কের আবর্তে ঘূর্ণায়মান। সরস্বতী বিদ্যা ও সংস্কৃতির দেবী হলেও প্রণয়ের ব্যাপারে তিনি খুব একটা সুনামের অধিকারিণী নন।

শুধু হিন্দু ধর্মেই নয়, তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মেও দেবী সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায় । এখানে সরস্বতীর রূপ ও আয়ুধের কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ সাধনমালায় দ্বিভুজা সরস্বতীর চার প্রকার ধ্যান আছে, 'মহাসরস্বতী','বজ্রবীণা সরস্বতী','বজ্রসারদা' ও 'আর্যা সরস্বতী'। মহাসরস্বতী শুভ্র বসনা, শ্বেত পদ্মের উপর দেবী আসীন, দেবীর ডান হাতে বরদমুদ্রা, বাম হাতে সনাল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ফলতার এক পরিত্যক্ত সিনেমা হলে লাশ উদ্ধার: তৃণমূল কর্মী গ্রেপ্তার

মালিক বলরাম সরকার জানান যে, দীর্ঘদিন সিনেমা হল বন্ধ হয়ে আছে। ওখানে যাতায়াত নেই, কিভাবে কি ঘটেছে বলা সম্ভব নয়— তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য জানা যাবে বলে তিনি মনে করেন। ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণে এই খুনের ঘটতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। তদন্ত না করে কোন বিষয় নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

তবে বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর ফলতা থানার পুলিশ উক্ত সিনেমা হল মালিকের পুত্র ও এলাকার তৃণমূল কর্মী উৎপল সরকারকে বুধবার গ্রেপ্তার করেন। একুশের নির্বাচন কালীন তৃণমূল কংগ্রেসের ফতেপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি অবশেষ দাস ও তার দোসর এই উৎপল সরকার এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস ও দুর্নীতিরাজ কায়েম করেন বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ। এর আগেও খুন ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় উৎপল সরকারের নামে বিভিন্ন জেলায় একাধিক অভিযোগ আছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।আজ ডায়মণ্ড হারবার আদালতে পেশ করলে বিচারক তাকে সাত দিনের পুলিশ কাস্টডির আদেশ দেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এবং গুপ্তযুগ ও গুপ্তোত্তর যুগে শবরদের মধ্যে পূজিতা অপর্ণার কথা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, যিনি নগ্নমাতৃকা (হিস্ট্রি অভ শাক্ত রিলিজিয়ন ৭৬), কাজেই উপমহাদেশে প্রকৃতিমাতৃকার এই বিশ্বপ্রসবিনী নগ্ন রূপেরও একটা ধারাবাহিকতা আছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১২৩ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

(পঞ্চম পর্ব)

অসংখ্য মহিলারা নিজেদের এবং দেশের ভাগ্য পাল্টে ফেলছেন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, সম্প্রতি ভিয়েতনাম থেকে অনেকেই বিভিন্ন মাধ্যমে আমাকে তাঁদের বার্তা পাঠিয়েছেন। এই বার্তাগুলির প্রতিটি লাইনে সম্মান ছিল, আত্মীয়তা ছিল। তাঁদের অনুভূতি হৃদয়স্পর্শী ছিল। তাঁরা ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ অর্থাৎ relics দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের কথায় যে আবেগ ছিল, তা যে কোনো প্রথাগত ধন্যবাদের চেয়েও বেশি। বন্ধুরা, মূলত ভগবান বুদ্ধের এই পবিত্র দেহাবশেষগুলি অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাড়ু জেলার নাগার্জুনকুন্ডে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই স্থানটির বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বলা হয় যে একসময় শ্রীলঙ্কা এবং চীন সহ দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এই স্থানে আসতেন। বন্ধুরা, গত মাসে ভগবান বুদ্ধের এই পবিত্র দেহাবশেষগুলি ভারত থেকে ভিয়েতনামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানকার ৯টি ভিন্ন স্থানে জনসাধারণের দর্শনের জন্য এগুলি রাখা হয়েছিল। ভারতের এই উদ্যোগ ভিয়েতনামের জন্য একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। আপনারা কল্পনা করতে পারেন যে, প্রায় ১০ কোটি জনসংখ্যার ভিয়েতনামে, দেড় কোটিরও বেশি মানুষ ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষগুলি দর্শন করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি যে ছবি এবং ভিডিওগুলি দেখেছি সেটি আমায় উপলব্ধি করিয়েছে যে ভক্তির কোনও সীমা হয়না। বৃষ্টি হোক বা প্রচণ্ড রোদ, মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। শিশু, বৃদ্ধ, দিব্যঙ্গজন, সকলেই ভক্তিভাবে বিভোর ছিলেন। ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি, উপ-প্রধানমন্ত্রী, বরিষ্ঠ মন্ত্রীরা, সকলেই প্রণাম করেছিলেন। ভারতের এই উদ্যোগের প্রতি সেখানকার জনগণের মধ্যে শ্রদ্ধার অনুভূতি এতটাই গভীর ছিল যে ভিয়েতনাম সরকার এটিকে আরও ১২ দিন বাড়ানোর অনুরোধ করেছিলেন এবং ভারত সানন্দে তা গ্রহণও করেছিল।

বন্ধুরা ভগবান বুদ্ধের চিন্তাধারায় এমন শক্তি আছে যা বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি ও মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে। এর আগে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ Thailand ও Mongolia - এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর সেখানেও শ্রদ্ধার এরকমই ভাব দেখা গিয়েছিলো। আমার আপনাদের সকলের কাছে আবেদন যে আপনারা নিজেদের রাজ্যের বৌদ্ধ - স্থল গুলির দর্শন অবশ্যই করুন। এতে একটি আধ্যাত্মিক অনুভব হবে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ারও একটা সুন্দর উপলক্ষ তৈরী হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এই মাসে আমরা সকলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করেছি। আপনাদের হাজার হাজার চিঠি পেয়েছি। কিছু ব্যক্তি নিজেদের আশেপাশের এমন বিশেষ মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন যারা নিজেরা একাই পরিবেশ বাঁচানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন আর তারপর তাদের সঙ্গে পুরো সমাজ যুক্ত হয়েছে। প্রত্যেকের এই যোগদান আমাদের ধরিত্রির জন্য এক বিরাট শক্তি হয়ে উঠেছে। পুনের শ্রী রমেশ খারমালেজী, তাঁর কাজের কথা শুনে আপনিও অনুপ্রাণিত হবেন। যখন সপ্তাহের শেষে সবাই বিশ্রাম নেন, তখন রমেশজী ও তাঁর পরিবার কোদাল ও বেলচা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। জানেন কোথায়? জুন্নার পাহাড়ের দিকে। রোদের তেজ হোক বা খাড়াই পথ, তাঁদের চলা কখনও রুদ্ধ হয় না। তাঁরা ঝোপঝাড় পরিষ্কার করেন, জল সংরক্ষণের জন্য ট্রেঞ্চ খনন করেন এবং বীজ বপন করেন। মাত্র দু-মাসে তিনি ৭০টি ট্রেঞ্চ খনন করে ফেলেছেন! রমেশজী অনেক ছোট ছোট জলাশয় তৈরি করেছেন, শতাধিক গাছও লাগিয়েছেন। তিনি একটি 'অক্সিজেন পার্ক'-এর কাজও শুরু করেছেন। এর ফলস্বরূপ, এখন সেখানে আবার পাখিরা ফিরে আসছে, এবং বন্য জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে ।

বন্ধুরা, পরিবেশের জন্য আরেকটি সুন্দর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরে। এখানকার পৌরসভা 'Mission for Million Trees' নামে একটি অভিযান শুরু করেছে। লক্ষ্যে হলো - লাখ লাখ গাছ লাগানো। এই অভিযানের একটি বিশেষ দিক হল 'সিঁদুর বন'।

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

বিজ্ঞাপন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ ভাবতা আল ইকরা মিশনের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হলো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার ভাবতা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি আদর্শ মিশন হিসাবেই সকলের কাছে পরিচিত ভাবতা আল ইকরা মিশন। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভাবতা আল ইকরা মিশন ২০০৮ সালে। কড়া নিয়মশৃঙ্খলায় পরিচালিত এই স্কুল ১৭ বছর পার করে বর্তমানে ১৮ বছরে পদার্পণ করলো ।

এখানে ইংরেজি গ্রামারের উপর সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়। যেটা বর্তমান শিক্ষায় খুব অপরিহার্য। কারণ এখন ইংরেজি ছাড়া কোনো কিছুতেই সহজে সাফল্য লাভ করা যায়না।

ভাবতা আল ইকরা মিশন এমন একটি আদর্শ মিশন, যেখানে একদিকে যেমন কড়া নিয়মশৃঙ্খলা, আরেকদিকে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার উপর এখানকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের কঠোর দায়িত্ব। বিশেষ করে এখানকার প্রধান শিক্ষক তিনি অত্যন্ত কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার দিক থেকে সর্বদাই সচেতন। এখান থেকে অনেক ছেলেমেয়ে ক্লাস ফোর পাশ করে বাহিরে ভালো ভালো স্কুলে পড়াশোনা করছে। কেউ ডাক্তারি কোচিং, কেউ আবার অফিসার হওয়ার জন্য কোচিং এছাড়াও অন্যান্য। এখান থেকে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে র‍্যাংক নিয়ে ভাবতা আল ইকরা মিশনের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে।

ভাবতা আল ইকরা মিশনের প্রধান শিক্ষক বলেন রবিবার প্রায় ২৫ জন ভাবতা আল ইকরা মিশনের প্রাক্তন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। যাতে তারা আরও উৎসাহিত হয়ে আগামীতে আরও ভালো সাফল্য লাভ করতে পারে। তিনি আরও বলেন ভাবতা আল ইকরা মিশন সৎ এবং কড়া নিয়মশৃঙ্খলায় পরিচালিত একটি আদর্শ মিশন হিসাবেই সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত।

একদিকে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা, আরেকদিকে ভাবতা আল ইকরা মিশনের সভাপতি কবির হোসেন মোল্লা সহ গ্রামের সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও যথেষ্ট রয়েছে বলেও তিনি জানান।

সব ধরনের সমরাস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানোর ঘোষণা রাশিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সব ধরনের সমরাস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়া।

বুধবার রাশিয়ার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ দুমায় দেওয়া এক বক্তব্যে দেশটির শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আন্তন আলিখানোভ এই ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, "আমাদের সব অস্ত্র কারখানা উৎপাদনের মধ্যে আছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রীয় অস্ত্র নির্মাণ কর্মসূচি প্রকল্পকে আরও জোরদার করার পরামর্শ দেন। তার সেই পরামর্শকে আমলে নিয়েই শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয় সবধরনের সমরাস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

সম্প্রতি সুইডেনভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক সংস্থা স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপ্রি) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, সমরাস্ত্র উৎপাদনে এই মুহূর্তে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে আছে রাশিয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স।

প্রসঙ্গত, আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনীর আকারও অনেক বড়। বিশাল এই প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাশিয়াকে এমনিতেই বিপুল পরিমাণে সমরাস্ত্র তৈরি করতে হয়। গত তিন বছর ধরে চলমান ইউক্রেনে যুদ্ধ চলার কারণে দেশটিতে সমরাস্ত্রের উৎপাদনও বাড়ানোর আরও একটি কারণ।

এছাড়া নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য দেশের কাছেও সমরাস্ত্র বিক্রি করে রাশিয়া। রুশ সমরাস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ভারত। এছাড়া চীন, মিসর, আলজেরিয়া, ভিয়েতনামসহ বিশ্বের অন্তত ১০টি দেশ তাদের অধিকাংশ সমরাস্ত্র রাশিয়া থেকে কেনে।

জলদা পাড়ার পূর্ব রেঞ্জ এলাকায়,বাইসনের হানায় মৃত্যু বনকর্মীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাইসনের হামলায় মৃত্যু হল এক বনকর্মীর। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের মালঙ্গি বিট এলাকায়। মৃত বনকর্মীর নাম দুলাল রাভা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে,এদিন দুপুরে জঙ্গলের ভেতরে কর্মরত অবস্থায় দুলালকে আক্রমণ করে একটি বাইসন। গুরুতর জখম হন তিনি। তখন তড়িঘড়ি বন দপ্তরের গাড়িতে করেই ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাকে নিয়ে আসা হয়। তবে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত ঘোষনা করেন। এদিকে মৃত ওই বনকর্মীর বাড়ি চিলাপাতা এলাকায়। খবর পেয়ে তার পরিজনরাও দ্রুত ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে ছুটে আসেন। তবে মৃতের স্ত্রী গীতা রাভা ও মেয়ে রাখি রাভা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। পুলিশ এদিনই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। জলদাপাড়ার ডিএফও পারভীন কাশোয়ান জানান, বাইসনের আক্রমণে ওই বনকর্মীর মৃত্যু হয়। তার পরিবার আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবে ও একটি চাকরিও পাবে।

সিনেমার খবর

নির্মাতা সিদ্ধার্থের পর দীপিকাকে সমর্থন জানালেন সোনাক্ষী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কর্মজীবন ও পরিবারের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে নতুন পথে হাঁটার কথা ভাবছে বলিউড তারকারা। ৮ ঘণ্টা কাজ, মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে বিশ্রামের মতো মৌলিক বেশ কিছু দাবিতে সরব হচ্ছেন তারা। বিষয়টি নিয়ে বলিউডে গত কয়েক দিন ধরে চর্চা তুঙ্গে। এবার এই আলোচনায় নিজের মতামত জানালেন অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা।

নতুন করে ৮ ঘণ্টা কাজের আলোচনার সূত্রপাত সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গার ছবি 'স্পিরিট' ঘিরে। ছবিতে প্রভাসের বিপরীতে প্রথমে প্রস্তাব দেওয়া হয় দীপিকা পাড়ুকোনকে। অভিনেত্রী শর্ত, আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না। পারিশ্রমিক নেবেন ২০ কোটি টাকা। এই দাবির জন্য বাদ পড়তে হয় দীপিকাকে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দীপিকাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সোনাক্ষী বলেছেন, 'আমি সম্পূর্ণভাবে ৮ ঘণ্টা শুটিং করায় বিশ্বাসী। আমি নিজেও এমন অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করেছি, যারা আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন না। তা হলে অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রেই বা বিষয়টা অন্য রকম হবে কেন?'

সোনাক্ষীর কথায়, 'কী ধরনের কাজ করছি এবং সেই কাজের কী কী দাবি, সে দিকটাও দেখা উচিত। যেখানে শুটিং হবে, তার পাশে থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুটিংয়ের অনেক ভাগ থাকে। সেগুলোও ফাঁকে ফাঁকে সেরে নেওয়া যেতে পারে।'

তিনি বলেছেন, '১৫ বছর ধরে কাজ করছি। এটুকে বুঝেছি, নিজের জন্য সময় বের করা জরুরি। কোনও ছবিতে যদি আমাকে একেবারে ওজন কমিয়ে ধরা দিতে হয়, তাহলে নিজের শরীরচর্চার জন্যই তো আমার ২ ঘণ্টা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে আমি ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে পারব না। তবে শরীরচর্চা করার প্রয়োজন না হলে আমি প্রয়োজনে ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করতে রাজি। তবে সেটা একান্ত প্রয়োজন হলে তবেই করব।'

এর আগে কাজল ও রানি মুখার্জি ৮ ঘণ্টা কাজ নিয়ে বহুবার কথা বলেছিলেন। দুদিন আগেও দীপিকার সমর্থনে কথা বলেন পরিচালক সিদ্ধার্থ পি মালহোত্রা।

রাজনীতি থেকে কেন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন সৌরভ

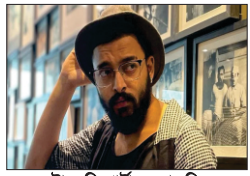

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টিভি সিরিয়াল থেকে শুরু করে ওটিটি। এক সময় একচেটিয়া প্রায় সব সিরিজেই পাওয়া যেত সৌরভ দাসকে। বিশেষ করে মন্টু চরিত্রটি তাকে খ্যাতি এনে দিয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা শক্ত করে পা দিয়েছেন বড় পর্দায়। অভিনয়ের ফাঁকে হুট করেই রাজনীতি যোগ গিয়েছিলেন তিনি। তবে এখ রাজনীতি থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন এই অভিনেতা। ভারতীয় গণমাধমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ দাস বলেন, '২০২১ সালে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। তারপর বিধানসভা, লোকসভা ভোট মিলিয়ে তিন থেকে চার বার আমি প্রচারে গিয়েছি। সেখানে কোনও টাকাপয়সার লেনদেন ছিল না। দলে যোগ দিয়েই বুঝে গিয়েছিলাম রাজনীতি আমার দ্বারা হবে না। কিছুই বুঝি না। রাজনীতিতে থাকতে গেলে চামড়া মোটা করতে হবে। সেটা বুঝেছিলাম। তবে এখন একেবারেই রাজনীতিতে থাকতে চাই না আমি।'

সম্প্রতি বিবেক অগ্নিহোত্রীর ছবিতে কাজ করছেন সৌরভ। এই নির্মাতার ছবিতে যারা অভিনয় করেন ধরে নেওয়া হয় বেশির ভাগ অভিনেতাই বিজেপি মতাদর্শে বিশ্বাসী। সে ক্ষেত্রে সৌরভ আলাদা জায়গা পেয়েছেন।

সৌরভ বলেন, 'যেটা আমার হাতে নেই সেটা নিয়ে আমি ভাবি না। ছবিতে যে চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছি তা খুব লোভনীয়। তাই রাজি হয়েছি। এটা আমার কাছে পরিষ্কার। কারণ, এই ছবিতে অভিনয় করে যে খুব বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছি তা নয়। নিজের চরিত্র ছাড়া ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। হতে পারে পরিচালকের বিরুদ্ধে কোনও দল আছে। হতে পারে 'প্রোপাগান্ডা' ছবি বলে কারও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কিন্তু সবটাই তো তারা ছবির নিরিখে দেখছেন। আমার চরিত্র কোনও দলকে গালিগালাজ করছে না। আমি নিজের চরিত্র নিয়ে আত্মবিশ্বাসী।'

সম্প্রতি স্ত্রী দর্শনা বনিকের মা হওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে টালিউজ জুড়ে। সে বিষয়টি পরিষ্কারও করেছে সৌরভ দাস। তার ভাষ্য, 'বিষয়টি আমি দর্শনার থেকে শুনেছি। শোনার পর আকাশ থেকে পড়েছি। এখন এমন কোনও পরিকল্পনাই আমাদের নেই। দর্শনাকে বিয়ের আগেই বলেছিলাম আমায় বিয়ে করলে জীবনে কিন্তু অনেক বিতর্ক তৈরি হবে। এখন এসব গায়ে মাখি না।'

মস্তিষ্কের জটিল রোগে আক্রান্ত সালমান, আছে আত্মহত্যার ঝুঁকি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অন্যতম প্রভাবশালী অভিনেতা সালমান খান। ৫৮ বছর বয়সেও একের পর এক অ্যাকশনধর্মী সিনেমা উপহার দিয়ে তিনি যেন বারবার প্রমাণ করছেন, তিনি সত্যিই 'টাইগার'। ব্যক্তিজীবনে নানা ঝড়ঝাপটার পাশাপাশি সম্প্রতি হত্যার হুমকি মাথায় নিয়ে তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এবার শঙ্কার খবর, মস্তিষ্কের একাধিক জটিল রোগে আক্রান্ত এই তারকা। শারীরিকভাবে যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট সহ্য করে কাজ করছেন, তা জানালেন নিজ মুখেই।

সম্প্রতি নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় কমেডি শো 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়া কাপিল শো'-তে হাজির হয়ে সালমান খান নিজের অসুস্থতার কথা তুলে ধরেন। সেখানেই তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভুগছেন ট্রাইগেমিনাল নিউরালজিয়া, অ্যানিউরিজ়ম এবং এভি (আর্বোভেনাস) ম্যালফরমেশন-এর মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে।

সালমান বলেন, 'প্রতিদিন হাড় ভাঙছে, পেশী ছিঁড়ে যাচ্ছে। এ দিক থেকে আমি ভীষণ দুর্বল। তবুও ট্রাইগেমিনাল নিউরালজিয়ার মতো রোগ নিয়ে শুটিং করেছি। মস্তিষ্কে রয়েছে অ্যানিউরিজ়ম। পাশাপাশি রয়েছে এভি ম্যালফরমেশনও। এই রোগগুলো নিয়েই নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি।'

এদিকে খোজ নিয়ে জানা গেছে, সালমান খান যে রোগের কথা বলেছেন তার একটি ট্রাইগেমিনাল নিউরালজিয়া। এটি মস্তিষ্কের স্নায়ুজনিত এক কঠিন ব্যাধি। এই রোগে মুখের বিভিন্ন অংশে হঠাৎ হঠাৎ তীব্র বিদ্যুৎচমকের মতো ব্যথা হয়। চিকিৎসকরা একে 'সুইসাইড ডিজিজ' বলেও উল্লেখ করেন, কারণ এই অসহনীয় ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। অন্যটি 'ব্রেইন অ্যানিউরিজ়'। মস্তিষ্কে কোনো শিরা বা ধমনী অস্বাভাবিকভাবে ফুলে গেলে তাকে বলা হয় অ্যানিউরিজ়ম। এটি ফেটে গেলে হতে পারে প্রাণঘাতী স্ট্রোক, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পাশাপাশি 'এভি ম্যালফরমেশন' রোগের শিরা ও ধমনীর মধ্যে সংযোগ বিভ্রান্তিকরভাবে তৈরি হয়, যার ফলে রক্ত চলাচলে সমস্যা হয় এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

নিজের এই রোগের কথা আগেও জানিয়েছিলেন সালমান খান। ২০১৭ সালেও এক সাক্ষাৎকারে সালমান খান জানিয়েছিলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাইগেমিনাল নিউরালজিয়ায় ভুগছেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'এই রোগের ব্যথা এমনই যে অনেকে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। আমি ভাগ্যবান, কারণ চিকিৎসা ও শক্ত মনোবল দিয়ে এখনো লড়ে যাচ্ছি।'

সম্প্রতি জানা গেছে, এই শারীরিক জটিলতার কারণে সালমান খান কিছু সিনেমার প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেননি। এমনকি কিছু সিনেমার শুটিং সময়মতো শুরু না হওয়ার কারণ হিসেবে তার শারীরিক অবস্থা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলিউড মহলে।

ভারতের কোচ হতে আগ্রহী সৌরভ!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুযোগ পেলে ভারতীয় দলের কোচ হতে চান দেশটির সাবেক তারকা ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলী। ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করা সৌরভ আবারও ফিরতে চান ভারতীয় দলের ডেরায়।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌরভ জানিয়েছেন, ভারতীয় দলের কোচ হতে আগ্রহী। তিনি বলেন, 'অবসর নেওয়ার পর কিছু দায়িত্ব পালন করেছি। সিএবির সভাপতি হয়েছি। বিসিসিআই সভাপতি হয়েছি। তখন সময় পাইনি। জানি না ভবিষ্যতে কী হবে। আমার বয়স এখন ৫০। আমি কোচিংয়ের জন্য প্রস্তুত। দেখা যাক কী হয়।'

নিজে আগ্রহী হলেও এখনই ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে দায়িত্ব থেকে সরানোর পক্ষে নন সৌরভ। তিনি বলেন, "ও ভালোই কাজ করছে। শুরুটা হয়তো দারুণ হয়নি। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজ হারতে হয়েছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। এখন ইংল্যান্ড সিরিজ চলছে। এই সিরিজটা গম্ভীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

আরও যোগ করেন, 'খুব কাছ থেকে তো দেখিনি। তবে ক্রিকেট নিয়ে গম্ভীর ভীষণ আবেগপ্রবণ। একসঙ্গে কাজ করিনি। তাই ওর কৌশল সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। একসঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মানুষ হিসেবে গম্ভীর দুর্দান্ত। আমাকে বা দলের সিনিয়রদের শ্রদ্ধা করত।'

কোচ গম্ভীরকে আরও সময় দেওয়ার পক্ষে সৌরভ। তিনি বলেন, 'গম্ভীরকে একই রকম আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছে। একদম সোজাসাপ্টা। সব ব্যাপারে স্বচ্ছ। সমাজ, দল, ক্রিকেটার— সব বিষয়ে কথা বলে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় খুব সোজাসাপ্টা মানুষ। ওর জন্য সব সময় আমার শুভেচ্ছা থাকবে। সকলের মতো গম্ভীরও শিখবে এবং এগিয়ে যাবে।'

রবি শাস্ত্রী, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়দের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের তারকারা কোচের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখন স্বদেশী কোচদের ওপরই আস্থা রাখে। সৌরভ আগেও ভারতীয় দলের কোচ হওয়া নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যে এখনও আগ্রহী, তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। সৌরভ এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ক্রিকেট কমিটির প্রধান। আইপিএলেদিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গেও যুক্ত আছেন।

পাঁচ খেলোয়াড় বেচতে চায় আর্সেনাল, মার্টিনেল্লিতে আগ্রহী বায়ার্ন

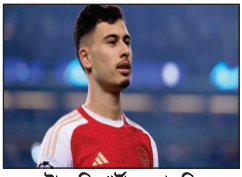

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর্সেনালের কোচ হয়ে বড় কোন শিরোপা জিততে পারেননি মিকেল আর্তেতা। দু'বার প্রিমিয়ার লিগে রানার্স আপ হয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্বপ্নও ভেঙেছে সেমিফাইনালে। তবে প্রজেক্ট দাঁড় করাতে একের পর এক ফুটবলার কিনেছেন তিনি।

এবার কিছু ফুটবলার বেচে দলে ভারসাম্য আনতে চায় গানাররা। নতুন ফুটবলার কিনতে হলে আর্থিক কাঠামোতেও আনতে হবে ভারসাম্য, কমাতে হবে বেতনের বোঝা। সেজন্য লন্ডনের ক্লাবটি আপাতত পাঁচ ফুটবলার বিক্রি করে দেওয়ার চিন্তা করছে।

ওই তালিকায় আছেন আর্সেনালের লেফট উইঙ্গার ও ব্রাজিল জাতীয় দলে খেলা গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। অবশ্য তাকে বিক্রি করে রদ্রিগো গোয়েসের মতো একজন উইঙ্গার কেনার কথাও ভাবছে গানাররা। মার্টিনেল্লিকে আবার কিনতে আগ্রহী জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ।

সংবাদ মাধ্যম বিল্ড দাবি করেছে, বায়ার্ন মিউনিখ স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাথলেটিকো বিলবাও-এর নিকো উইলিয়ামসকে কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি বার্সায় যোগ দিচ্ছেন। এবার তাই বাভারিয়ানরা চোখ রাখছে মার্টিনেল্লির ওপর। এর বাইরে লিভারপুলের কোডি গাকপো ও লুইস দিয়াজে আগ্রহী ক্লাবটি। লিগ প্রতিদ্বন্দ্বী বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের জেমি গিটেনসও আছেন বায়ার্ন মিউনখের পরিকল্পনায়।

সংবাদ মাধ্যম দি টাইমস দাবি করেছে, মার্টিনেল্লির প্রতি আগ্রহ দেখানো ক্লাবের কাছে ৫০ মিলিয়ন ইউরো দাম চাইবে আর্সেনাল। কাছাকাছি দামে রাজি হলেই কেবল ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারকে ছাড়বে তারা। মার্টিনেল্লি ২০১৯ সালে গানার শিবিরে যোগ দেন। ক্লাবের সঙ্গে তার ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে। ভালো দাম পেতে আসন্ন মৌসুম তাকে ছেড়ে দেওয়ার সেরা সময়।

এছাড়া বেতনের বোঝা কমাতে ওলেক্সজান্ডার জিনচেঙ্কো, রেইস নেলসন, জ্যাকুব কিউইঅর এবং আলবার্ট সাম্বি লোকোনগাকে বেচে দিতে চায় আর্সেনাল।

যশস্বী যেন ভারতের কিংবদন্তি ওপেনারের মতো... কার সঙ্গে তুলনা করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সবে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতীয় দলে। শুরু থেকেই দুরন্ত ফর্মে তিনি। খেলেছেন মাত্র ২১টা টেস্ট। তাঁর নামের পাশে ১৯৯০ রান। গড় ৫৩। সবচেয়ে বড় কথা হল, দেশের মাটিতে যেমন, বিদেশের মাঠেও তেমনই সফল। এমন ছন্দে থাকা ওপেনার যে ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ, তাতে আর সন্দেহ কী! ভারতের বিশেষজ্ঞ মহল কিন্তু এই যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। কেউ কেউ একধাপ এগিয়ে বলছেন, এ ছেলে অনেক দূর যাবে। এক প্রাক্তন তো বলেই দিয়েছেন, যশস্বীর খেলার সঙ্গে মিল রয়েছে ভারতেরই এক কিংবদন্তি ওপেনারের। তিনি কে?

অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান ছিল যশস্বীর। ইংল্যান্ড সফরের শুরুতেও পেয়েছেন সেঞ্চুরি। এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে অল্পের জন্য মিস করেছেন সেঞ্চুরি। যা দেখে হেমঙ্গ বাদানির মতো প্রাক্তন বলে দিয়েছেন, যশস্বীর খেলায় বীরেন্দ্র শেওবাগের ছোঁয়া আছে। বীরুর মতো একই রকম আগ্রাসন, কাট শট দেখতে পাচ্ছেন বাদানি। তিনি বলেছেন, 'যশস্বী ওর খেলায় কোনও বদল আনেনি। অনেকেই বলেছিল ওকে সময় দেওয়া দরকার। ওর খেলা দেখতে দেখতে কিন্তু বীরুকে মনে পড়ে যায়। যশস্বী বাঁ হাতি ওপেনার, বীরু ডানহাতি ওপেনার। বীরুর মতোই কাটশট চমৎকার খেলে। অফসাইডেও দারুণ।'

একই সঙ্গে বাদানি বলছেন, 'এখনকার ক্রিকেটে যশস্বী কিংবা পন্থের মতো ক্রিকেটার দরকার। তাতে অন্য ব্যাটাররা সময় পেয়ে যায়। অনেক সময় মনে হতে পারে, ভালো ব্যাট করা সত্ত্বেও যশস্বী আউট হয়ে গেল। কিন্তু এটা ওর শট। এই একই শটে ও কিন্তু প্রচুর রান করে। এই ইনিংসেও ৪-৫টা চার মেরেছে একই শটে। এই কারণেই ও ব্যাটিং স্টাইল বদলাক, আমি চাই না। এমনই খেলে যাক। যদি শট বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আর একটু উন্নতি করে, তা হলে আরও ভালো। তবে টেম্পারামেন্ট বদলাক, তা চাই না।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR